# অল্প-স্বল্প গল্প

## কাইউম পারভেজ

## ।। শহরটায় ভীষণ অ-সুখ ।।

বাবার হাত ধরে চার বছরের জীতু একদিন চলে এলো এই শহরে। একদিকে দেশের সব বন্ধু-স্বজনদের ছেড়ে আসা অন্যদিকে বিদেশে যাওয়া বিশেষ করে প্লেনে চড়া - সে এক দারুণ উত্তেজনা জীতুর। বন্ধুদের ছেড়ে আসার সময় কাঁদতে কাঁদতে বললো - আমি কয়েকদিন পরই চলে আসবো। বেশীদিন থাকবো না।

এখানে এসে আর ভালো লাগে না জীতুর। ভালো লাগে না বাবা পবনের। মা সন্ধ্যারও তাই। জীতু মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতো মা কাঁদছে আর বাবাকে বলছে চলো না দেশে ফিরে যাই। আমার সুন্দর জীবনটা তছনছ হয়ে গেলো এ ছাতার বিদেশে এসে। কোন কিছুতেই মন বসে না। পবন সন্ধ্যাকে বলে - এইতো আর একটু সহ্য কর - আমার একটা চাকরি হয়ে গেলে আর জীতুকে স্কুলে দিলে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

বাহ - খুব চমৎকার বললে। তোমরা বাবা মেয়ে মিলে যার যার পথ খুঁজে পেলে, আমার কথা তো ভাবলে না! আমি ঘরে বসে কী করবো। কার সাথে কথা বলবো?

রাগ কোর না সন্ধ্যা। তোমার জন্যও একটা চাকরি খুঁজে বের করবো। সবই হবে। এটা তো আমাদের জন্য নতুন জায়গা। সব কিছুই নতুন। তাই বুঝে উঠতে একটু সময় লাগছে। দেখো আমি বলছি আস্তে আস্তে তোমাদেরও এখানে ভালো লাগবে। ওই যে বিজনদের কথা ভাবো। ওদেরও বছর খানেক আগে এমন খারাপ লাগতো। সেদিন ওরা এসে তাই বললো না? যারা অভিবাসী তাদের প্রায় সকলের শুরুটাই এমন।

বাবা - আমি কবে স্কুলে যাবো?

এইতো মা আগামী সপ্তাহে স্কুল খুললেই তোমাকে আমি দিয়ে আসবো।

না, মাকেও যেতে হবে।

তা'হলে তোমার সাথে মাকেও স্কুলে ভর্তি করে দিই?

তাই দাও - সন্ধ্যা বলে উঠলো - তবু এ দম আটকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতাম।

সময় পেরিয়ে যায়। পবনের পরিবারটা এবার এক জায়গায় যেন থিতু হয়ে এসেছে। ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি পেয়েছে। কম্যুনিটির অনেকেই এখন ওদের বন্ধু, পরিচিতজন। পরিচিত হয়ে গেছে এ শহরের সাথে। ওদের এখন একটা গাড়ীও আছে তাই ইচ্ছেমত এখানে সেখানে যেতে পারছে। সব মিলিয়ে পবন পরিবার নতুন আঙ্গিকে সুখী জীবন গড়ার প্রত্যয়ে এখন ব্যস্ত।

সুখ ওদের বাড়ী চিনেছে। তাই সবদিক দিয়ে ভরিয়ে দিতে চায়। জীতু একদিন দেখে ওর মা বাবার কানে কানে কী যেন বলতেই বাবা বাচ্চা ছেলের মত লাফিয়ে ওঠে। মায়ের কাঁধে হাত রেখে নাচতে

থাকে। বাবাকে অনেকদিন পর এতো আনন্দিত দেখছে ও। দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললো- বাবা তোমার কী হয়েছে? বাবা ওকে কোলে নিয়ে বলছে জীতুমা তোমার একটা সাথী আসবে এ বাড়িতে।
তাই বাবা? কবে আসবে?
এইতো কয়েক মাসের মধ্যে।
সাথীটার নাম কী বাবা?
এইতো বিপদে ফেললিরে মা। অম্ .. নামটা এখন বলতে পারছি না। পরে বলবো। চলো আমরা এখন গাড়ী করে একটা লং ড্রাইভে যাই।

'এই এতো আলো এতো আকাশ আগে দেখিনি, ওই চোখে পড়েনি' --- মান্নাদের গানখানি গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে পবন অফিসে যাবার পথে। এতো আনন্দ বোধ হয় ওর জীবনে আর কখনো আসেনি। ডাক্তার বলেছে সন্ধ্যার ছেলে হবার সম্ভাবনা। গাডী চালাচ্ছে, গাইছে আর মনে মনে নাম খুঁজছে - এই এতো আলো --- আলো আলো-- আলো আমার ঘরে আলো আসছে, হ্যাঁ পেয়ে গেছি - আলো, আলোক .. অলক, কার্তিকের মত গুচ্ছ চুল মাথায় নিয়ে আমার ঘরে আসছে অলক। সন্ধ্যাকে ফোন - সন্ধ্যামণি আমি আমার ছেলের নাম পেয়ে গেছি - অলক। কী বললে, তুমিও সেরকম কিছু একটা ভাবছিলে? অবশ্যই। কার্তিকের মতই হবে। আহ্হা মা সুন্দরী না? .. নাগো ফাজলামো নয় - তুমি তো আমার সন্ধ্যা দীপের শিখা। অলকের মা।
সন্ধ্যা দীপের শিখা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে পবনের সংসারে। প্রথম যখন ওরা এ শহরে এলো দিন তখন যেন যেতো না। আর এখন? এরই মধ্যে পনেরো বছর পার হয়ে গেছে। জীতু হাইস্কুলে আর অলক প্রাইমারীতে। ওতেই ওদের এতো সুখ। গুনগুনিয়ে ওঠে পবন - 'এতো সুখ মোর সইবে কী!'

না সুখ তার সইলো না। জীতু এখন বড় হয়েছে। অনেক কিছু দেখে। অনেক কিছু বোঝে। শুধু বোঝে না হঠাৎ করে বাবা মা কেন এতো মন খারাপ করে বসে থাকে। সবই তো আছে। বাবা মার চাকরী। ঘুরে বেড়ানো - যদিও আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। মাকে জিজ্ঞেস করলে মা বলে - কিছুই হয়নি মা। এমনি বয়স হচ্ছে তো তাই শরীরটা সব সময় ভালো থাকে না।
কিন্তু একদিন আর শেষ রক্ষা হলো না। বাবা-মা দুজনকেই কাঁদতে দেখে জীতু কঠোর হতে চেষ্টা করছে। দু'গালের চোয়ালটা শক্ত করে মাকে জাপটে ধরে প্রশ্ন - মা আমি এখন বড় হয়েছি, অনেক কিছু বুঝি - বলো তোমাদের কী হয়েছে। গগণবিদারী চিৎকার দিয়ে সন্ধ্যা বুকে জড়িয়ে ধরেছে জীতুকে। ছোট্ট অলকও দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে কাঁদছে। পবন আস্তে করে অলককে সন্ধ্যার বুকের মধ্যে দিয়ে দেয়। পাগলীনি সন্ধ্যা ছেলে মেয়ে দুটোকে বুকে নিয়ে চিৎকার করে কাঁদে - ভগবান এ আমার কী হলো। আমার সুখের সময়টা এতো ছোট্ট কেন ভগবান। আর একটু সময় দাও না ভগবান আমার এ ছোট্ট বাচ্চা গুলোর মুখের দিকে চেয়ে আমাকে আর একটু সময় দাও।
পবন সন্ধ্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সন্ধ্যা তুমি ভেঙ্গে পড়তে পারো না। তোমাকে শক্ত হতে হবে। এ রোগের সবচে' বড় ওষুধ মনবল। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। ডাক্তাররা বলেছে ফুসফুসের ক্যানসার যদিও খুব সেনসিটিভ তবুও ঠিকমত চিকিৎসা করলে সম্পূর্ণ সেরে ওঠা সম্ভব।

তিনটি বছর যুদ্ধ করেছে সন্ধ্যা, পবন, জীতু আর ছোট্ট অলক। যদিও অলক বোঝেনি এই দুরারোগ্য ব্যাধির হিংস্রতা, তাই ও জানতো মা একদিন সেরে উঠবে। মাকে নিয়ে ওর কত প্লান। বৈশাখী মেলায় নিয়ে যাবে। নারায়ণ কাকুর দোকান থেকে লুচি তরকারী খাওয়াবে। অনেকদিন ধরে জমিয়ে জমিয়ে পনেরো ডলার হয়েছে। এবার মাদার্স ডে তে মায়ের জন্য নিজের হাতে কার্ড বানিয়ে লিখেছে - মা আমি তোমাকে কোন কাজ করতে দেবো না। আমি রান্না করে তোমায় খাওয়াবো। ভগবান - আমার একটাই মা, মাকে ভালো করে দাও।

সেদিন হঠাৎ ভোরের বেলায় যে কী হলো। ঘুম থেকে জেগে দেখে মা নেই। বাবাও নেই। দিদি স্কুলে না গিয়ে বাসায় কাঁদছে। কী হয়েছে দিদি তুমি কাঁদছো কেন?
ভোরে মার খুব কষ্ট হচ্ছিলো তাই বাবা মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে একটু পরে চলে আসবে।
সেই একটু পর আর কোনদিন আসেনি। মার বুকে শেষবারের মত মাথাটা রাখা হলো না অলকের। বেলা বেড়ে যাবার সাথে সাথে অলক জেনে গেলো ও আর কোনদিন মাকে মেলায় নিয়ে লুচি-তরকারী খাওয়াতে পারবে না। যার দিকেই ফিরে চাইছে সেই-ই কাঁদছে। সবাই কাঁদছে - বাবা দিদি কাকুরা মাসীরা সবাই। কেউ আর অলককে বলে না তোমার মা শিগইগরই ফিরে আসবে।
পুরুতঠাকুর অলকের হাতে আগুনটা দিয়ে বলে -তোমার মায়ের মুখে ছোঁয়াও। অলক বিদ্রোহ করে ওঠে। না --- বলে চিৎকার করে ওঠে। রাগে দুঃখে মায়ের কফিনটাকে ঠেলে নিয়ে আসতে চায় যেন ওটা ভেতরে নিয়ে যেতে না পারে। জীতু দৌড়ে গিয়ে অলককে বুকে চেপে ধরে বলে - অলকরে পাগলামী করিস নারে, মা আর আসবে না - কোন ভাবেই আর মাকে ফেরাতে পারবি না। ভগবান - আমার মাকে তুমি স্বর্গে নিয়ে যাও। জীতু অলকের কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে যায়। চারিদিকে ভেজা চোখ।

খোলা জানালাটায় এই শীতের সকালেও পবন চেয়ে থাকে শূন্যে। কী করে ওর সুন্দর সুখের জীবনটা তছনছ হয়ে গেলো। ভাবে এ ছোট বাচ্চা দুটো কী করে মানুষ করবে। এতোদিন তো সন্ধ্যাই সব করতো। সন্ধ্যা তুমি চলে গেলে, বলে গেলে না আমি কীভাবে কী করবো। শেষ সময়ে তোমার সাথে একটু কথাও হলো না। যখন চলে গেলে হাসপাতালে তখনো তোমার মুখে অক্সিজেন মাস্ক। শুধু একবার হাতের ইশারায় একটু জল চাইলে। ভাবলাম জল খেয়ে বুঝি কইবে কথা। হলো না। তুমি ক্রমশঃ কেমন নিস্তেজ হয়ে গেলে। তুমি চলে গেলে। আমাকে একা ফেলে তুমি চলে গেলে।

বাবা ?
কী বাবা?
মা কী সত্যি সত্যিই আর আসবে না?
অলকের পানে অপলক চেয়ে থেকে জাপটে বুকের মধ্যে চেপে ধরে পবন। ডুকরে কাঁদে - ভগবান, এবার তুমি আমার অলকের প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দাও। আমি আর পারছি না। তুমি তো সবই দেখো সবই জানো সবই বোঝ।
সুখের জন্য সব ছেড়েছুঁড়ে এ শহরটায় এসেছিলাম। শহরটায় ভীষণ অ-সুখ।